আমার
আমিকে

সূচীপত্র ঃ

হিমালয়ের আমি

আমি হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেলাম
কেমন করে এত পথ
হারিয়ে গেল পায়ের তলায়
কেমন করে তৈলাক্ত শ্লেটের
হামাগুড়ি পথে
আয়নার মুখোমুখি হলাম
কিছু মনে নেই

আমি নিজেকে দেখতে পেলাম
আকাশ পথে উদ্‌ঘাটিত
পথের প্রত্যয়ে—

আলো অন্ধকারের সীমায়
আমি অপরূপ

নিজের কাছে প্রকাশ হয়ে
হিমালয়ের উল্টোদিকের পুরাতন আমিকে
চেয়ে দেখলাম
চোখ বন্ধ করে দেখলাম
বরফের কঠিনে হারিয়ে যাচ্ছি

হিমালয়ের অন্তপ্রান্তে
নীলাভ আলোর তরঙ্গ
তুষারের অপূর্ব প্রকাশ
তুষার দ্রবীভূত সেই স্বচ্ছ উষ্ণ তরল তরঙ্গে
আমার মুক্তির সুর

রিক্ত প্রাত্যহিকে

রক্ত গোলাপের এত কাছাকাছি তুমি আছ ফুটে !
প্রলয় প্লাবনে যেন বিস্ময়ের দোলাগুলি ক্রমে
অস্থির তরঙ্গ হয় আনন্দের অজানা সঙ্গমে
আততায়ী বাতাসেরা ভেসে যায় নিরুদ্দেশে ছুটে।

বিবর্ণ আকাশে আজ প্রতিদ্বন্দ্বী রঙের বাহার
আমি এই স্তব্ধরাতে সুপ্ত হই শূন্যতার দিকে
পুরাতন পৃথিবীর পরিচিত রিক্ত প্রাত্যহিকে
দুর্বোধ্য ভাষার গানে সুপ্রাচীন কণ্ঠ শুনি কার !

গোলাপের থেকে দূরে আমি ক্লান্ত। সময়ের কূলে
দীর্ঘদিন প্রবাহিত। অন্ধকারে সমর্পিত প্রাণ
উৎসবের রিক্ততায় পণ্যরাত্রি করে আত্মদান ;
আমি থাকি অন্তরালে বিশ্বাসের বিড়ম্বনা ভুলে

চতুর্দিকে অন্ধকার : অন্তরাল-লগ্ন করে দান
গোলাপের সন্নিকটে সান্ত্বনার নিয়ত প্রস্থান।

নিকট বর্তিনী হই

প্রতিদিন নিকট বর্তিনী হই
প্রতিদিন আরো পরিচিতা হই
আমার আমিকে একান্ত নির্জনে
ভালবাসি

আনাঘ্রাত পুষ্প হই
প্রতিদিন—

অনিশ্চয় আয়াস অসাধ্য হয়
ছায়ার শরীরে সারারাত
মুগ্ধ নিঃস্বতায় রিক্ত
নব জন্মে নির্দিষ্ট ভ্রমণ
জীবনের আস্বাদানে শব্দের প্রতীতি অপাথেয়—
বহু দূরে যেন প্রতিধ্বনি

সত্য আত্মগত—
নিবাত অসীম

রজনীর আলিঙ্গনে
স্বপ্ন স্বপ্নে লীন

অরণ্যে নিরাময়

মনে রাখি দৃঢ় আশা ঠিক যাব তোমার অতলে
রাতের গভীর ভেঙ্গে যত আমি খুলে রাখি দ্বার
তত তুমি 'অ-পদার্থ' বিশেষত বাসনা হত্যার
ছায়াহীন ফাঁকা মাঠ পার হয়ে যাও শুধু চলে

কেন তুমি ছাই কর একমাত্র প্রমাণ্য দলিল
এমন আগুন জ্বালো-জলে ভিজে দিব্যি উদাসীন
যত ভস্ম তত আলো এক হয় রাত আর দিন
এদিকে সময় ঠিক বেয়ে চলে দরিয়ার দিল

যাযাবরী ভাঙ্গাচোরা দুনিয়ার এইসব পথ
পার হতে হতে রক্তে গোলাপের বীজ সমাহার
সেকি নয় সত্য-প্রেম হৃদয়ের চ্ছুসিত ইচ্ছার
তা না হলে কেবা রাখে স্থবিরত্বে ফেরার শপথ

দীর্ঘ আশা—বিজয়ীয় গর্বে ঢাকা আঁধারের মুখ
সমস্ত অরণ্য ঘুরে নিরাময় হতেছে অসুখ

নির্জ্জন সবুজে

আমার অনেক দেরী হয়ে গেছে পথ খুঁজে খুঁজে।
দৃশ্যান্তরে আর নয়, ক্লান্ত চলা থামাও নায়ক
বর্ণালীর ছটা মাখা হৃদয়ের নির্জন সবুজে
উপেক্ষিত বহু প্রশ্ন অপেক্ষায় যন্ত্রনা দায়ক।

বহু বাঁক হারিয়েছি ; বিচ্ছুরিত তোমার চেতনা
যতবার ভুল হয় তত আমি স্তর ভেদ করে
নিয়ত জাগ্রত থাকি বিশ্লেষণে ; বিজ্ঞান বেদনা
তোমার গভীর দেশে নিয়ে যায় একান্ত নির্ভরে।

এত আলো ; জনতার চোখে চোখে মুখের বাহার
প্রাত্যহিক দৃশ্যে তবু হৃদয়ের এ অতৃপ্তি কেন
অদৃশ্য দর্শনে জেগে সান্ত্বনার সংবেদন কার
বেদনার প্রতিভাসে নিয়তই ভেসে যায় যেন

বহু লগ্ন হারিয়েছি নিঃশব্দের পরিচয় খুঁজে
ছায়াবৃত্তে ছুঁয়ে প্রেম ঊর্দ্ধনীল মাটির সবুজে

আত্মীয়তার ঘ্রাণ

তোমার বাগানে ফুল থাক আর নাই থাক
আমি সাজি হাতে করে ঘুরে বেড়াবোই
যদি একটিও ফুল না পাই
আমি
শূন্য সাজি হাতে রেখে সারা গায়ে ধুলো মেখে নেব
কেন না তোমার বাগানের মৃত্তিকা
আমার কাছে পবিত্রতার স্বাদ নিয়ে আসে।

তোমার মাটিতে যেন আত্মীয়তার ঘ্রাণ
আর কিছু থাক বা না থাক
প্রাণের অব্যক্ত স্বর মাটির তলায়
নিজেকে আড়াল দিয়ে
তোমার অতলে আমি দেখেছি
মৃত্তিকা ও ফুলের একাকার ইতিহাস।

প্রাচীন সাক্ষী

তুমি মানুষের হাতে সুসজ্জিত হওনি কখনো
তুমি মানুষের কল্পনার বিবিধ উৎসাহ
ধ্যানমৌনী বৃদ্ধ-শিশু ঘুমন্ত কপাল
পৃথিবীর অদৃষ্টের অংশ-ইতিহাস
অনিদৃষ্ট স্বপ্নের সমাধি
কালের দুহাত ভরা অঞ্জলি সকাল
প্রাণনের আদিম আলয়

হিমালয়! —বৃদ্ধপথ কতকাল—
চলার গৌরব হ'ল তোমার ঐশ্বর্য-পূর্ণতায়
আলোছায়া লুকোচুরি দিবারাত্রি সংগমের দ্বার
সচেতন করে তোলে জড়ের নির্বাক
তোমার প্রাঙ্গণে রেখে বুক

সেই সব সান্ধ্য স্বপ্নে
প্রাচীন চলার
সাক্ষী তুমি

কবে কত কাল—সহজে ঝরেছি আমি
হে অবলম্বন
তোমার সহজ চুড়ো পার হয়ে
জটিল আঁধারে……

বিক্ষত রক্তের স্রোতে পথের গৌরব
ধূসর হয়েছে সব
নীলাম্বরী কঠিন আঁচলে
স্বভাব নিঃশ্বাস রেখে রেখে

মহা দুঃখ সময়ের তীব্র পরিক্রমা
বারংবার তোমার কঠিনে গিয়ে
থেমে যায় আমার বিশ্রাম

সান্ত্বনার স্থবিরত্বে আশ্বাসিত আমি
গভীর গভীরতম মর্মের শিকড়ে
খুঁজে পাই নিরাময়
শঙ্খ শুভ্রতায়

প্রেক্ষা গৃহে কখনো অভিনেত্রী হব না

মঞ্চের অধিক দূরে অন্তরাল আমার আসন
আলোর নিভৃত বৃত্তে অব্যাহত দৃশ্যের সবুজ
মূর্তিগুলো প্রতিচ্ছবি অভিনয় দেখি যতক্ষণ
অসংখ্য মুখের স্রোতে সময়ের সচেতন বুঝ
আমার অস্তিত্ব রাখে জনান্তিকে দৃশ্য ব্যাতিক্রম
অবিচল প্রতিহারী পুষ্পাঘাতে শুভ্র করে ভ্রম

প্রেক্ষাগৃহে আলোগুলো নেভা জ্বলা নিয়মের ক্রমে
নিমন্ত্রিত অতিথির দায় নেই হতে সম শব
বারংবার ওঠানামা দ্বিধাহীন বিচিত্র সম্ভ্রমে
বালিতে ছন্দের ছাপ হাওয়া মুখে মিথ্যার গৌরব

আয়নার মুখোমুখী হতে গিয়ে আশ্চর্য নির্জন
তারকা খচিত ঘরে সেই এক স্বর্গ আস্বাদন

প্রতিষ্ঠা বাসনা মঞ্চে নির্বোধের নিদারুণ ভুল
অভিনীত গূঢ়াস্বাদ নট-নটী বোঝে না নিভু'ল

দুঃখের অনলে

কেউ কি আমার মত মাঝ রাতে
নেশাগ্রস্ত আকাশের তলে
একাকী দাঁড়িয়ে আছে বুক পেতে
কোন শূন্য দুঃখের অনলে

হীরক খচিত এই আকাশের
নিচে নেমে আসার বেদনা
তারার আলোর এত আঘাতের
মুখে, জেগে আছে আনমনা ?

কেউ কি আমার মত সংঘাতের
শুভ্রতায়—হারিয়েছে সব
ঘনঘটা করে মেঘ বুক জুড়ে
এঁকে গেছে ঝড়ের গৌরব

মিশ্র সুবাসের এত চক্রান্তের
লুকোচুরি, কুহকিনী রাত
হাত পেতে লগ্ন মুখে রেখে গেছে
উৎসবের মুক্ত সুপ্রভাত ?

স্ববিরোধী বাঁশী কেন রাখে এত
রোমাঞ্চিত স্বপ্নের সূচনা
কি জানি নিভৃতি চিত্রে কোন আলো
প্রতিবিম্ব এই আলপনা

অবক্ষয় এলে

ঝর্ণার আনন্দ নামে
ঝর্ণার আনন্দ খোঁজে দিক
ঝর্ণার আনন্দ থামে
অবক্ষয়ে ডুবে গেলে পা।

অবক্ষয় বুকে এলে
দুখের বিলাপ যত
শ্বেত পাথরের বুকে
স্থির দৃশ্য হয়।

ফসিল চূর্ণের স্তূপ
ধূলো মাখা পথের বাহন
নির্জন পথের বুকে
সময়ের সঞ্চয় বাড়ায়।

স্মৃতির যাতনা সব
ধনিকের গর্বে মূল্যবান
এখানে ওখানে ঝিম
দুর্দিনের ছবি আঁকা স্বাদ।

সংক্রামক

সংক্রামক ম্যালেরিয়া
সুকুমার ঝড়
সময়ের বুক জুড়ে
হৃদয়ের জ্বর

সব শব্দ থামে বুকে
শ্মশান উজ্জ্বলা
আকাশে চৌচির মেঘ
ভীষণ নির্জলা

আরক্ত চোখের পাশে
যমের দক্ষিণা
পদ প্রান্তে কাঁদে বসে
সময়ের বীণা

শিয়রে দুচোখে ভাসে
রাঙ্গাজবা শত
দুপায়ে মাড়িয়ে কুঁড়ি
চলে যান যত......

জলের পরে

বেঁধেছ ঘর জলের পরে
বেদেনী হায় মাটির ঘরে
আর কি যেতে পার
রেখেছ এই বকুল মূলে
গন্ধগুলো উপড়ে তুলে
এবার সবি ছাড়

বাগানে বৈশাখ জ্বলে

প্রত্যাশার লগ্নগুলি নিপতিত হয়ে গেলে সব
পাতাহীন শুষ্ক ডালে বর্ণহীন ফুলের কল্পনা
বসন্ত বাহার ব্যর্থ পাখি গুলো করে কলরব
বাগানে বৈশাখ জ্বলে বুকে করে আগুনের কণা

বিচ্ছিন্ন বিচ্যুত শুষ্ক পড়ে থাকা পাতার একতা
জীর্ণক্ষত দৃশ্যান্তরে কিছুক্ষণ চলার নেশায়
উড়ে চলা ধুলো আনে সমমর্মী কোন অস্থিরতা
সীমানা ছাড়িয়ে যেতে সুপ্রসিদ্ধ প্রথা আঙ্গিনায়

বাগিচা সাজাতে মালি যদি সাজে সকাল পেরিয়ে
পরাগ বিহীন ফুল খেলা করে কাঁটার শয্যায়
মেটাতে জলের তৃষ্ণা বৃক্ষ মূলে উষ্ণ রক্ত দিয়ে
প্রতিশ্রুতি হাত পেতে ম্লান হয় দারুণ লজ্জায়

লগ্নগুলি বুকে নেমে অগ্নিশিখা সুদীর্ঘ সময়
ধ্যানস্তব্ধ মৌনতায় বসন্তের প্রতি সে নির্দয়

কঠিন

প্রতিদিন পরিচয় পার হয়ে
বহু দূরে নাগাল ছাড়িয়ে
হৃদয়ের খুব কাছাকাছি
বাসা বাঁধা উত্তাপ বিহীন
সে মুখ যায় না চেনা—

যে মুখ রক্তের ডাকে
হয় না উদ্‌বেল
ধমনীর নিত্য নৃত্য
শান্ত হয়ে গেলে
গোলাপের পাপড়ি হয় যে
প্রশান্ত আকাশ হয় এপারে ওপারে
বেলা অবেলার গানে
সঙ্গ রাখে শ্রোতৃত্বের—

সে মুখ যায় না চেনা
এমন সহজে

শুধু পা বাড়ালেই

দরজা খুলো না মুর্খ
হৃদয়ের আর
বিপদের অন্ধকারে গা ডুবে গেলেও
বুক ডুবিও না

অভ্যাস বদলে নাও
ধূলোতে মুখ গুঁজে
অধিনায়ক কোথাও নেই
পা বাড়ালেই পাল্টে যাচ্ছে পথ

পা বাড়ালে অচেনা জগৎ
জটিল পথের বুকে
সাঁকোর হাতল ছুঁইয়ে নামতে হবে
মুঠোর চাবি আঁকড়ে
কিছুক্ষণের খেলা

তার পর
জং ধরা তালার প্রহসন

পেছন ফিরে তাকালেই
অনেক অন্ধকার
অনেক আটপৌরে নামের ইতিহাস
শুধু পা বাড়ালেই
পাল্টে যায় পথ

সঠিক পথেই

বাইরে দিন পাল্টে যাচ্ছে
রৌদ্রদগ্ধ তাপ ধুয়ে নব বর্ষা
পৃথিবীর সবুজে বিলীন
আমি তবু…

আমি তবু বুকে নিয়ে
অসম্ভব দগ্ধ তাপ ভার
বৃষ্টির কুয়াশা ঝাপসা পথে
এঁকে যাচ্ছি ছবি

দুঃখ ঢেকে আবরণে
সংঘাতের মুখে পথ খোঁজা
রৌদ্রের সুতীব্র ক্ষুরধার
ওঠে নামে সমাকুল হয়ে

আমার বুকের মাঝে
অসম্ভব চিড় এঁকে
প্রতিদিন সরে যায় ছায়া
গন্ধ শুঁকে নিভে গেলে বিশ্বাসের বুকে
ভুজ দংশনের জ্বালা শীতলতা করে দান
হৃদয়ের সচলতা—সংক্ষেপিত হয়

বাইরে পাল্টে যাচ্ছে প্রতিটি দিন
নতুন পথের পরে
নবাগত ঢেউয়ের মুখে
অন্তর্লীন হয়ে যাচ্ছে সময়
আমি তবু—
সময়ের স্বাদকে অনুকরণ করতে পারি না
ঢেকে দিতে পারিনা
দৃশ্যমান পথ

তথাপি
সময়ের ব্যবধানে হেঁটে
সরে যাচ্ছি সঠিক পথেই

তিন তরঙ্গ

১—দূরত্বের ব্যবধানে আলোরা নিরুদ্দেশ
কালের চোয়ালে অন্ধকারের হাত
ক্রমাগত সময়কে ঘিরে—আমরা ডুবে যাচ্ছি
এক অন্ধকার থেকে—অন্য অন্ধকারে

২—যত কালো হোক রাত
ফাটলের মুখে তবু উঁকি মারে
তারকার খসে পড়া মুখ
ধূসর মৃত্যুর মাঝে কিছু নিশ্বাসের গন্ধ
দূরাগত বেদনার হাসি
বিদ্যুতের সুতীক্ষ্ণ আলোয়

৩—প্রতিশ্রুতি করপুটে মধ্যরাত
সূর্যের সম্মুখে সেই ফোটার সাধনা
বিদায়ের লগ্নে স্থির মধ্যাহ্ন
দূরত্বের ব্যবধানে সময়ের ঘ্রাণ
স্বপ্ন প্রাঙ্গনের দৃশ্যে
জীবন আঘ্রাণ

অনাবৃত আকাশ

কত সন্ধ্যা

চলে গেল

দীর্ঘশ্বাস হয়ে

হরিৎ রূপান্তরিত

ধোঁয়াসার মুখে

পথ তবু অদৃশ্য নীরব

সবুজ বাঁশীর সুর

মেঘের গর্জনে মিশে গেল

প্রাত্যহিক জল পাত্র

সাগরের বুকে হ'ল হারা

পরিচিত ছবিগুলো

দূর বনানীর বুকে ছায়া

তবু মেঘের গর্জনে

কান পাতা

সাগরের তরঙ্গে

সাঁতার কাটা

দূর বনানীর বুকে

ক্লান্ত চোখ রাখা

ক্লান্ত হয়—

ইন্দ্রিয়ের

অনিরুদ্ধ

সমস্ত সীমানা

ভিখারী শিশুর মত
অসহায় অনাবৃত দেহ
ঘুমিয়ে পড়ে
উদরের উষ্ণতায় মুখ গুঁজে-
কুণ্ডলী পাকিয়ে
ঐ বিরাট আকাশে

এর চেয়ে করণীয় কাজ
কিছু নেই
এর চেয়ে ভালভাবে থাকার
সব পথ এক

অনাসক্ত আকাশের চেয়ে বেশি আলো
সমদর্শী মাটির চেয়ে বেশি প্রেম
শীতল ছায়ার চেয়ে বেশি সহৃদয়তা
কোথাও
পাওয়া
যায় না

সঞ্চয়ের ধনাগারে

তুমি যতবার বিশ্বাসের
চাবি ভেঙ্গে যাবে
তুমি যতবার অন্ধকারে
হৃদয় থামাবে
ঋতুর আকাশে ততবার
অজানা বাতাস
ভোরের মুখের ছবি এঁকে
নামাবে আকাশ

দীপান্বিতা রাত্রির আহ্বানে
নেভা দীপ মন
অন্তরাল দৃশ্যে তুলে নেবে
ছন্দের স্পন্দন
সঞ্চয়ের ধনাগারে স্মৃতি
জোনাকির ঝাঁক
সুগভীর দুরত্বের পারে
সুস্নিগ্ধ অবাক

অদৃশ্য আহ্বান দীর্ঘশ্বাসে
পথ সুকঠিন
অন্ধকারে ডুবে গেলে নাম
হবো অন্তর্লীণ।

নির্বৈর প্রপাত

হিমালয়ের পাইন গাছ
তুষারের মৌসুমে দাঁড়িয়ে
তুষার পাত হচ্ছে—
চিরন্তন শিকল বেয়ে

সে তার একান্ত গভীরে
ডুবে যাচ্ছে
তুষার সমাচ্ছন্ন দৃঢ় প্রত্যয়ের হাত ধরে

এ নির্বৈর প্রপাত
জীর্ণতা রাখে না কিছু
শাখা ও পল্লবে

বিগলিত বিদায়ের ক্ষণে
প্রাণের প্রমাণ হয় সচিত্র স্পন্দন
অপেক্ষার লগ্নে আঁকা—
পল্লবিত প্রতিশ্রুতি

সম্পূর্ণ প্রণামে
সুরলোকে উড়ে যায়
মহাশূন্যতায়

তোমার নিঃছিদ্র বুকে

কোন প্রতিশ্রুতি রাখতে পারছিনা তোমার কাছে
আমাকে প্রচুর অভিশাপ দাও
এই আশা নিয়ে আনন্দিত বুকে—
দুর্ভেদ্য ছায়ায় নেমে যাই

কিন্তু পেছন ফিরে যখন বুকের দরজা খুলে দেখি
তুমি অভিশাপ দিতে অক্ষম
তখন তোমার ওপর আতশী কাচ
প্রতিশ্রুতি স্ফুলিঙ্গে মেলায়

তবু আমি চিৎকার করে বলতে চাই—
হে অ-পদার্থ
অভিশাপ দাও—মিসকালো অভিশাপ

হায় আর্তনাদ অট্টহাসি
পরিচিত বনস্থলী কাঁপে কেন না
তুমি তো 'সেই' শ্রুতিহীন—নিঃছিদ্র উৎসাহ
বৃথাই আমি গড় হিসেবে
দিনের পরে পায়ের ছাপ আঁকি

গভীর সুখে

রেখে যেতে চাইনা দুঃখ তোমার মুখে
তাইতো আমি গভীর সুখে
মগ্ন থাকি একা
তোমায় করে বুকের আলো
আমি হে ঈশ্বর
অন্ধকারে দীপ্ত সুখে
হাঁটি অতঃপর

ঢেকে দেবো ধূলির এ ঝড়
বিষের জ্বালার দাগ
ধূলি মাটি বুকে করে
গড়বো কিছু ফাগ

রেখে যেতে চায়না দুঃখ
আকাশ কোন দিন
ঝড়ের পরে মেঘ কেটে যায়
রাতের পরে দিন

চিঠি

চিঠি কেউ দেয় না আমাকে
চিঠি কেন আসে না নতুন
জন্ম হতে জন্মান্তর
চিঠির প্রত্যাশা নিয়ে
শারিরীক ঘর

আমার এ ঘরের ভেতর
শপথ সুতোয় বাঁধা—শৈবলিনী পথ
ভেসে যায় অভিনব কঠিনের পর
চিঠির আগ্রহ নিয়ে
খুঁজে খুঁজে প্রতিটি গহ্বর

অজানা চিঠির খোঁজে
যৌবন শৃঙ্খলে বেঁধে
হেঁটে যাই আকাশ পাতাল
আমার ছায়ার আগে—চির তারুণ্যের ছায়া
বিস্তারিত করে মহাকাল

চিঠি খুঁজি দিকে দিকে
চিঠির আঙ্গিকে যদি ঝরে পড়ে কোন অচেতন
বিনিদ্র বুকের মণি
শবাধারে শুক্তি প্রায়
মহাসচেতন

অনামিকা আমার আমিকে

এখনো এলে না তুমি
ঐ তো গোধুলি চলে যায়
উদাসী আকাশ শুধু
নব জন্ম আনে পৃথিবীর
সাধ্য নেই তার বুঝি
সিঁড়ি ভেঙ্গে তোমাকে নামায়

সাধ্যমত প্রচেষ্টায় তুণে ভরে তীর
বসন্ত উৎসবে যারা করে মহাভিড়
কোনদিন থামি নাই সেই কলরবে
প্রবীণ সংগীত চাহি অরণ্যের আলোর গৌরবে
হেঁটেছি কেবলি পথ
শতাব্দীর অপূর্ব অসুখে
তোমার নিশানা নিয়ে বুকে

পথের হৃদয় বাঁক
অনামিকা আমার আমিকে
বহুবিধ বিচ্ছুরণে রাখে দিকে দিকে
ভোরের পাখির গানে
পথচারী বাতাসের প্রাণে
অনির্ণেয় অনন্ততা আলোর প্রমাণে

তথাপি এখনো বুকে
প্রতীক্ষার বহু লগ্ন আঁকা
বোধের উত্থান মেপে
একটানা শুধু জেগে থাকা

শূন্যের প্রতীক

শব্দ কিছু ভেসে আসে হাতে
কিছু শব্দ থামে প্রণিপাতে
কিছু পথ অতি দ্রুত স্মৃতি
বুকে ধরে অরণ্য প্রকৃতি ।

কিছু মেঘ পথের সঞ্চয়
আকাশের বুকে সহৃদয়
মেঘ আসে মেঘ জড়ো হয়
কিছুই থাকে না শূন্যে ঠিক
আমি হই শূন্যের প্রতীক
বিরাটের আস্বাদনে আমি চতুর্দিক ।

মহাকাল থামায় না হাত
(তবু) জীবনের প্রবাহে প্রভাত
ধরে রাখে অনন্ত আশ্বাস
সংশয়ের মুখ ঢেকে দিয়ে
বিশ্রামের আনে অবকাশ ।

নিয়োগ পত্র

আমাকে নতুন পত্র দাও
তোমার নাম রেজিষ্ট্রি খাতায়
আমার নিয়োগ সংখ্যা তোলা ছিল
সে খাতাটা আর একবার খুঁজে দেখ

আমি খুইয়ে ফেলেছি ....

আমি খুইয়ে ফেলেছি
আমাকে প্রদত্ত
তোমার স্বাক্ষরিত
পত্রখানা

আমার আসল নিয়োগ পত্র

আমাকে নতুন পত্র দাও
দীর্ঘ এক ক্লান্ত চলা
শুন্য হাত পথ পার হই
সময় কি সুনির্দয়
নিবারণ মানে না চলায়
সীমান্তের পানে দ্রুত
মুখ ঢাকে পরিচিত পথ—

কিশোরীর মুগ্ধ পথ থেকে
গা-ঢাকা আঁধারের আল ধরে
সুনির্দ্দিষ্ট বিস্মৃতির মুখে
এত দ্রুতগামী পথে—
নাম কেটে দিও না আমার
নিষ্ঠুর মালিক

একা চলা

•
একাই তো একদিন
এককের প্রতিশ্রুতি হাতে
চলে এসেছিলে

একা চলা মনে বনে
কিংবা কোন অনন্য নির্জনে
প্রত্যয়ের যে নির্মাল্যে
প্রত্যক্ষের পাত্র পড়ে ঢাকা
সেই অলক্ষিত পথ
জীবনের আনন্দ তোমার

আনন্দ তোমার—
মরমিয়া নির্বাক প্রত্যহ
স্তব্ধতার বিচরণ ভূমি
দিনান্তের দেশ শুধু নয়
আলোকের উৎস ভূমি
তোমার শুরু ও শেষ
তোমার গোপন অন্তঃপুরে

হাওয়ার মুখে

কাল পুরাতন হোক
জীবনের সবুজ প্রকাশ
সন্ধ্যার বুক কাঁপিয়ে দিক
বিস্মিত বিকাশে বনকুঁড়ি
আমি হাওয়ার মুখে—
ছড়িয়ে, বিচিত্র পথ ঘুরি।

পুরাতন হোক কাল
বাসি গন্ধ ধুয়ে যাক ঝনে
আশ্চর্য তরঙ্গে ভেঙ্গে যাক
দুবেলার সঞ্চয়ের পার
মধ্যাহ্নের আবর্তনে
বুকের ইস্পাতে দেব ধার।

সম্মুখবর্তিনী সর্বনাশে
দীর্ঘশ্বাস অচেতন হোক
প্রত্যহ সম্পদ হোক হৃত
স্বপ্ন পাত্র হোক নিরুদ্দেশ
নিয়ত প্রবাহে আনন্দের
ভেসে ভেসে ক্ষয়ে—
হবো শেষ।

অবেলার ছবি

মিলনের সেতু ভাঙ্গে
বেলা অবেলার
স্মৃতি হয় জন্মান্তর
বহুবিধ স্বপ্ন মূর্চ্ছনায়

বহুবিধ ব্যারোমিটারের হাতে আজ
সমর্পিতা দুবেলার সাজ
প্রাত্যহিক রিক্ততায় বুক
ছায়ার শরীরে সংবেদন
ধূসর প্রান্তর জুড়ে
চেনা অচেনার এই মন

লগ্নে আঁকি

ভিখারী শিশুর মত হাত পেতে
দাঁড়াতে পারি না
বুকের উচ্ছ্বাস তবু ঝড়ের তাণ্ডব
বৃদ্ধ বট পার হয়ে—
সহাস্য সবুজে প্রতিদিন

প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমি
লগ্নে আঁকি সংগীত বাসর
দূরাগত বাতাসেরা কান পেতে
শ্রোতৃত্বের করতালি রাখে
দুঃখ সুখে সমদর্শী
নিস্তরঙ্গ আগুনের বুকে

মনের রঙে ক্ষুব্ধ শরীর

তোমাকে সুদীর্ঘ কাল
মাড়াতে দেখেছি আলো
জোনাকির সার ভাঙ্গা
অরণ্যের বুকে—

তোমাকে অনেক দিন
ছড়াতে দেখেছি গন্ধ
ছায়াময় শুভ্রতায়
অজ্ঞাত আহ্বানে

ভাসমান বর্ষা অন্ধকারে
বেহাগ-আলাপ হয়ে
চুপি চুপি ছুঁয়েছ আকাশ
উলঙ্গ বৃক্ষের মত—
রাতের নির্জন দ্বারে খিল খুলে দিযে
অবহেলা করেছ আমাকে
ভস্মে ঢাকা তৃষ্ণা নিয়ে
আমি যত ফিরিয়েছি মুখ
তত তুমি সরে গেছ সূর্য অভিমুখে—

এমন ভীষণ ভুল
সুদের খাতায় আমি
হব চিত্রলেখা—
তুমি ঠিক দেখে নিও
ধুয়ে গেলে অরণ্যের সব রং
তোমার সুন্দর মুখ
অদৃশ্য বিকারে
ভীষণ প্রতীক্ষা বুকে
ভয়ানক অন্ধকারে
অন্ধ হয়ে ঝরবে

আলিঙ্গনে

কাল দিন শেষ হবার পর
মনে পরে—পূর্ণিমাকে দেখেছি—
মাটিতে, জলে বনানীর আনন্দ কম্পনে।

কাল দিন শেষ হবার পর
মনে পরে—তোমাকে দেখেছি—
অঙ্গ রাখা মেঘের শয্যায়।

পূর্ণিমা প্রদীপ জ্বালা আকাশের বুক
দুহাতে জড়িয়ে ছিল পৃথিবীর গ্রীবা
মৌন আলিঙ্গনে

তুমি তারো চেয়ে আরো বেশী কাছে
অশ্রুত ব্যাকুল সুরে ধরেছিলে আমার হৃদয়
তবু আমি বিচ্ছুরিত চেতনা তোমার
তুমি সচেন আলো
তবু মুখ চেনার প্রয়াস থাকে প্রাত্যহিক পথে
দৃশ্যান্তরে তবু পথ পার হতে হয়।

সমস্ত বুকেই তুমি
বিচ্ছেদের লুকোচুরি খেলো।
আলোর সকাল পাশে ম্লান কর
গোধূলির নির্বাক বিদায়!

সান্ত্বনা

বুকের গভীরে ঘণ্টা বাজে
সারাক্ষণ শব্দ রাখি বুকে
নিমন্ত্রিত জীবনের কাছে।

ঘণ্টা বাজে সান্ত্বনার হাতে
নিশ্চিন্ত প্রভাত আর
নিস্তব্ধ এ রাতে

পথের সুঠামে রাত্রি দিন
মন্ত্র মুগ্ধ যাত্রা পার হয়
নির্লিপ্ত প্রথায় উদাসীন

সান্ত্বনার উৎস সুপ্রমাণ
নিঃশব্দের নিগূঢ় উৎসাহ
ঝড়া পাতা তাই গায় গান
অনিঃশেষ আনন্দের দেশে
অবিরাম থাকে কান পাতা
সুনিশ্চয় উৎসের উদ্দেশে।

অব্যক্ত

অসম্ভবের নাম যন্ত্রণা
আমার বুকে তা আছে
কানায় কানায় ভরা

অবাস্তবের নাম মৃত্যু
আমার সময় তা বয়ে বেড়ায়
প্রতি মুহূর্তে

আমি কারো চেয়ে বড় নই
ছোটও না
আমি অতিক্রম করতে ব্যস্ত নই
ছায়া সঙ্গিনীর সীমা।

আমার আনন্দ পথে হাঁটে না
এমন কি কথা বলতেও তার দ্বিধা
নিজের দিকে চোখ ফিরিয়ে
সে সব কিছুই দেখে নেয়
বিরল নিয়মে।

হারেমের প্রেম উড়ে গেলে

পথের ঘর বাড়ী   ভীষণ দ্রুত গতি
ঝড়ের বুকে নেমে   শপথ চূর্ণিত
যৌবন চিরে এক   সকাল সনাক্ত
রংমহলের চূড়ো   সূর্য অভিমুখী
হারেমে বন্দিনী   প্রণয় উড়ে যায়
প্রতীক হীন কোন   আকাশ প্রেরণায়

সহজ বালিয়াড়ি পিলার ধসে যায়
রাতের নির্জন অমিত আশ্রয়ে
সাগর আহ্বানে বেদেনী গাঙ মুখো
হারিয়ে খালপার ছুটিয়ে দিয়ে পাল
লগির দৃঢ় ঘায়ে স্থবির তৃষ্ণার
চিরছে চারিদিক আশা ও নিরাশার

জলের স্রোতে সব প্রকৃতি ধুয়ে যায়
জেনে এ সত্যকে জলে যে বাঁধে ঘর
জীবন তাঁর আহা, কত না সুন্দর

চক্রান্তের স্বাদ

বাতাসে মৃত্যুর হাতে সমর্পিতা বুক পথ চলে
নির্দয় বাতাস; শুধু বৃন্ত থেকে চ্যুত করে ফুল।
দীর্ঘ স্বপ্ন শ্মশানের ভস্মে হবে একান্ত নির্ভুল
অন্বেষার পথ তবু স্থির হয়ে থামে না অতলে।
এখনো শবের মুখে দাঁড়ায় না কেন সর্বনাশ
সর্বত্র সন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে খুঁজে অমৃত নির্যাস!

গৈরিকের গুঁড়ো মাখা সময়ের নীরবে পা ফেলা
শূন্যময় যন্ত্রণায় এ কেমন হরিষে বিষাদ
আলো অন্ধকার মিশে চক্রান্তের জটিল এ স্বাদ
কোথায় ভাসাবে পাল বুকে নিয়ে সুতীক্ষ্ণ অবেলা।

অভিসারী আলোগুলো আকাশের নিশ্চল অন্তরে
শতচ্ছিন্ন স্বরলিপি, সাম্প্রতিক ওড়ে দৃশ্যান্তরে।

আলোতে মৃত্যুর মুখ উদ্‌ভাসিত। চেয়ে দেখি তার
অনন্ত আকাশে স্থিতি; —বুক ভরা নম্র নমস্কার

স্বপ্নে

শুধালাম   তুমি কি এনেছ
কিছু নাম   শোনাই গেল না
এখানে   মন্ত্রময় রাতের শরীর
কে জানে   কোথায় অতল
যত খুঁজি   দেখি আলো
সোজা সুজি   নেমে আসে বুকে
সত্য ! নাকি স্বপ্নময়
চলেছে সময় ?

যে ছায়ায়   স্নিগ্ধ বিশ্রাম
আঙ্গিনায়   স্বার্থক যোজনা
দিতে পারে   সবুজ প্রত্যাশা
কোন পারে   আঁধার রাখে না
তার কাছে   স্বপ্নের জডতা নয়
শুধু আছে   সত্য নিরুপণ
একটু বিশ্রাম   ক্লান্তির বিরতি
শব্দময় নাম   হতেই পারে না
সেই তুমি—
নয় স্বপ্নভূমি

বল্লাম   আমাকে শব্দ থেকে তুলে নাও
কি নাম   লিখে দিলে দুর্বোধ্য অক্ষরে
তুমি আর   দাঁড়ালে না শূন্যে লীন হলে
সে নির্ভার   ব্যাপ্ত হোল আকাশ ছেয়ে
আমার মুখ   জ্বলে উঠল
দগ্ধ বুক   রাত্রি জুড়ে—
পরিপূর্ণ একা
সন্ন্যাসী বলাকা

সম্রাজ্ঞী

আদেশ পালন কর—ভৃত্যদের ডাক দিয়ে বলি
আমি সম্রাজ্ঞী—আমার উচ্চ আসন—কোন বাঁধন নেই

তবু এই শরীরের ভেতর ঘুর ঘুর করে বেড়াবে
অর্দ্ধ ডজন ভৃত্য—তাদের খুশিমত
এ আমি হতে দেব না

একটি সরল রেখায় আ-সমুদ্র সম্মিলিত
উৎসবের সব আলো অসংকল্পে স্থির
এই সব ভৃত্যদের স্বসম্মানে ছুটি দিয়ে
ফুল শয্যায় যেতে হবে নিঃশর্ত একক

ভৃত্যদের মহল ডিঙ্গিয়ে—অন্ধকারকে ফাঁকি দিয়ে
পা টিপে টিপে সূর্য—আমার বাসী চোখ ধুইয়ে দেয়
চোখের পিচুটি সরে গেলে
মুঠোর মধ্যে ফোটে নতুন দিন

জন্মের শর্তে জীবন—মানে ঘরে ফেরার টান
এই আমার হেঁটে চলা শরীরের সড়ক ছাড়িয়ে
অবিরাম ভ্রূণ থেকে ভ্রূণের ভিতর

অর্দ্ধ-ডজন ভৃত্য-সাথে যেতে পারব না বাসর ঘরে
ঘরে আমার নাগর—সেই থেকে দরজা খুলেই অপেক্ষায়
সে 'অ-পদার্থকে' সব দিতে হবে—দিতে হবেই
শর্ত সাক্ষরিত যাত্রা শুরুর আগে
ভ্রমনান্ত করতে হবে বলে

মৌসুমী ফুলের বীজে বার বার......

তোমার মৌসুমী ফুল আমি
বুক পেতে গন্ধ লুটি একান্তই গোপন গমনে
পথের নির্বাকে চলে চৈতালী সময়—
তার বুকে ঢেলে দিয়ে সমস্ত যৌবন
মনের চেয়েও সূক্ষ্ম মরমিয়া ক্ষয়—ক্ষয়ে ক্ষয়ে
ভেসে যাই—তোমার আশ্রয়ে

আহা কি বিস্ময়
হিমালয়
কিছুতেই ভরে না এ মন
দিবারাত্রি অফুরান গানে
আমার আমিকে রেখে যেতে চাই
হরিত আভায়
দিবারাত্রি স্বক্রন্দসী বুক
সমুদ্রের উষ্ণ বক্ষ ছেড়ে
এই জটাজালে
স্বপ্ন সুখ আঁকে

এটুকু শারীর বৃত্ত বোধের বাতাসে
তোমার কঠিনে ওঠা নামা ক্ষয় করে দেহের ওজন
হায়—আমার মৌলত্ব শুধু তোমার নির্বাকে নেমে
বিশ্রামের অবকাশ পায়

আহা—কি উদার তোমার মাথার পরে মধ্যাহ্ন আকাশ
আমি ঠিক এইখানে টেনে দেব পথের বিরতি
মৌসুমী ফুলের বীজে
বার বার এইখানে আমি .....

ভিন্ন অর্থে বেড়ে গেলে

আহা সারা মাথা ভয়ানক সাদা
বুকে তবু অম্লান শৈশব
বর্ষ পঞ্জীর সংখ্যা মেপে
তৈরী হয় চেনার শপথ
নতুবা দৈর্ঘ্যের মাপে—
অন্য অর্থ নেই।

আহা এতগুলো বছরেও
বসন্তের ধুলোহীন পথ
এতগুলো বৈশাখেও বড় হয়ে ওঠা আর হোল না যখন
তখন মনের দড়ি নিজস্ব হাওয়ায়
ঘুরছে ঘুরুক

সোনায় মোড়ানো হোক
তবু কেউ বেঁধো না শেকল
সকাল-স্বভাব যদি কিছু দীর্ঘ হয়
ভিন্ন অর্থে যদি তুমি অমনিতে কিছু বেড়ে যাও—
যেমন সাগর কিংবা পাহাড়ের চুড়ো—
কাছে পেলে—

তাহলে সে প্রকৃতই জীবনে মৌলিক।…… ……

আহা প্রতিদিন ভারী হয় শাড়ির বাহন
প্রতিদিন ভার মুক্ত হোক জাগরণ।

আবির্ভাব সম্ভব হলে

এত প্রশান্ত পথের হাওয়া থাকতে
বদ্ধ জলে ডুবে মরায় আনন্দ নেই
অনাহূত পড়শীদের কান্নাকাটি
এমনি ভাবেই চির স্বাভাবিক
তাপের মুখে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ
কুৎসিত সেই দগ্ধ মুখ
কোন সুখের বিনিময়েই
চাই না।

নিকটে এবং দূরে ও ঘ্রাণ
ডেকে ডেকে পাগল করুক যত
ভাবনা কিছুই নেই—
বন্যা এসে এ-সব-কিছুই ভাসিয়ে নিতে পারে
কিংবা তেমন দাবানলের
আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব হলে
দ্বিতীয় সব দগ্ধ হয়ে যায়